International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-I, July 2019, Page No. 46-53
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.06.issue.01W.081

২০১৯ লোকসভা নির্বাচন: রক্তাক্ত বঙ্গভূমি-হাইলাকান্দি

পার্থ প্রতিম হালদার
অতিথি অধ্যাপক, স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ

Abstract

In this Article, we discuss a situation of West Bengal in 2019 Lok Sabha Election session. There are many problem of West Bengal such as political problem, Communal problem, Language problem etc. we know that in 2014 Lok Sabha Election, 16 member were killed across India, 7 of them were in West Bengal. In 2019 Lok Sabha Election session of West Bengal had headlines for violence. There are many incidents have started such as Rape, Murder, Lathi-Charge, Firing etc. when the rest of India managed peaceful election, West Bengal has shocked everyone with its attacks on candidates polling booths, central police force etc. Even Ishwar Chandra Vidyasagar, renewed philosopher and leader of Bengali Renaissance in the 19th century, symbol of Bengali pride, the statue of Vidyasagar was destroyed by TMC and BJP workers. In Lok Sabha Election session 2019, there are some incidents of Assam had headlines for violence. Such as Hailakandi news on Hindu-Muslim fighting. When Muslim people started Namaj on road, the fighting started with firing. Lathi-charge.

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রধান সমস্যা আমরা সবসময় প্রত্যক্ষ করেছি— সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমস্যা হল ভাষা সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি। জন্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গতে এমন রাজনৈতিক সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের সময়ে সমগ্র দেশের মধ্যে হিংসার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান একেবারে উপরের দিকে উঠে এসেছে। নেতাদের উস্কানীমূলক আচরণই এর মূল কারণ। সেই সঙ্গে ১৯৬০ সালে আসামে ভাষা আন্দোলনের সময় যে রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটলো ২০১৯এর মে মাসে হাইলাকান্দির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে। ২০১৯ সালের নির্বাচনী হাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তা যে ১০ বছর আগের বিহারের পরিস্থিতি ছিল তা অনেকে মনে করেছেন। নির্বাচনী হাওয়ায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি মাটিতে মিশে দেওয়ার সাথে সাথে আরও এক বাঙালি মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিও ভাঙ্গা হয়েছে। এ যেন শুধু মূর্তি নয়, ধর্ষিতা ও ধ্বংস হল বাঙালির ঐতিহ্য, ধূলোয় মিশে গেল বাঙালির পরিচিতি, আত্মমর্যাদা। তবে বিরাট সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মজুত থাকা সত্ত্বেও কী করে বঙ্গভূমি রক্তাক্ত হয়ে গেল বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের বিকৃত মানসিকতাতে তা ভাবলে অবাক লাগে।

২০১৯ লোকসভা ভোটের হাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে যে রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এই সময়ে সব থেকে চাঞ্চল্যকর যে খবর সেটি হল। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার প্রসঙ্গ 'বাবরির থেকেও ভয়ঙ্কর'- বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে বললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। অমিত শাহের মিছিলে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের দিয়েই তাণ্ডব চালানো হয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজে। এমনটাই অভিযোগ করেছেন মমতা ব্যানার্জি।[১] অন্যদিকে যোগী বলেছেন, 'আমরা মূর্তি ভাঙ্গি না, পুজো করি। যারা মূর্তিতে বিশ্বাস করে না, তারাই কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে।' অমিত শাহের রোড শোয়ে হিংসার ঘটনা ঘিরে বিজেপি-তৃণমূল উত্তেজনা চরমে। দু'পক্ষের তরফ থেকেই দোষারোপ আঘাতে এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।[২] অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ বামছাত্র-যুবকদের মিছিলে আক্রমণ চালিয়েছে মমতার পুলিশ। পুলিশের লাঠির ঘায়ে জখম হয়েছেন। বাম ছাত্রদের বেশ কয়েকজন। তাদেরকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, চোট পেয়েছেন নাট্যকর্মী পাঞ্চালী কর, সৌরদীপ্ত সেনগুপ্ত, শৌভিক মুখোপাধ্যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করতে চাইছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নাট্যকার জয়রাজ ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ করেন, 'বিনা প্ররোচনায় লাঠি চালাল পুলিশ আমাদের প্রথম থেকেই কোনও নিরাপত্তা দেয়নি পুলিশ। মিছিল কেশব ভবনের সামনে যেতেই আমাদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ।'[৩] বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে দেশ জুড়ে ক্ষোভ ও ধিক্কারের মধ্যেই এ বার শুরু হল মূর্তি গড়ার রাজনীতি। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'তৃণমূলের গুণ্ডাদের জবাব দিতে ওই জায়গাতেই বিদ্যাসাগরের পঞ্চধাতুর মূর্তি গড়ে দেবে আমাদের সরকার।' আর নরেন্দ্র মোদীর এই কথার জবাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, 'আমরা ভিক্ষে চাই না। তোমাদের জন্য একটা কালো মূর্তি বানিয়ে রাখব। সেটা ইমার্জেন্সির মূর্তি?' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের টাকা আছ, বানিয়ে নেব। কিন্তু ওরা ২০০ বছরের হেরিটেজ ফিরিয়ে দিতে পারবে তো?' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের মতোই মোদীও অভিযোগ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে 'তৃণমূলের গুণ্ডারা' প্রত্যুত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতার হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে প্রমাণ করতে না পারলে কান ধরে লক্ষ বার ওঠ-বোস করাব। তোমায় জেলে ঢোকাব। আমার কাছে তথ্য আছে, ভিডিও আছে, তোমরা কীভাবে মুর্তি ভেঙেছ।' মোদী এ কথার উত্তরে বলেছেন, 'একটা বন্ধ তালা লাগানো ঘরে রাতে মহান শিক্ষাবিদ সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে। ওখানে সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। কিন্তু সরকার যেভাবে সারদা, নারদের প্রমাণ লোপাট করেছে, যেভাবেই এ ক্ষেত্রেও প্রমাণ লোপাট করতে লেগে পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য দিদি কত দূর যেতে পারেন?' তখন মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, 'ওদের নেতারা এসে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙছে। উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকর, ত্রিপুরায় মার্ক্স, লেনিনের মূর্তি ভেঙেছিল। আমরা কিন্তু করিনি। গতকাল এসেছিলেন, কিন্তু এক বারও দুঃখ প্রকাশ করেননি। আবার বলছে, মূর্তি বানিয়ে দেবে? এত অহঙ্কার?'[৪] অন্যদিকে 'গণশক্তি' পত্রিকাতে ১৫ই মে তারিখে যা বলা হয়েছিল তা তুলে ধরা হল— 'বিজেপি-তৃণমূল তাণ্ডবে ভাঙল বিদ্যাসাগরের মূর্তি।' বিজেপির নির্বাচনী প্রচার গড়াল সংঘর্ষে। ভাঙল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি। বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে। দু'পক্ষের বহিরাগতরা যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে, তাতে স্পষ্ট দু'পক্ষের প্রস্তুতি ছিল আগেই। সংঘর্ষের সময় শোনা গেছে সাম্প্রদায়িক স্লোগান, উসকানি ও প্ররোচনামূলক স্লোগান। সিপিআই (এম)'র রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখা শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে।'[৫] কিন্তু বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে খুঁজতে গিয়ে রীতিমতো কালঘাম ছুটেছে তদন্তকারী অফিসারদের। বারবার ডেরা বদল করছে অভিযুক্ত। কোথাও বেশিক্ষণ থাকছে না। অমিত শাহর রোড শো ঘিরে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর ও কলেজে হামলার ঘটনার একাধিক ভিডিও ফুটেজ হাতে এসেছে অফিসারদের।[৬] বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে 'যুগশঙ্খ' পত্রিকাতে অষ্ট বসু একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছেন। যার কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরা হল– গত ১৪ মে দিনটি কলকাতার ইতিহাসের এক

কলঙ্কময় দিন হিসেবে লেখা থাকবে। বিদ্যাসাগর কলেজ চত্বর ভাঙা হল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি। এই ঘটনার অপরাধীদের শাস্তি পেতেই হবে। যদি বাংলার আজকের সমাজ এ বিষয়ে সরব না হয় তবে ভবিষ্যতে প্রজন্ম তাদের ক্ষমা করবে না। ধৃতদের মধ্যে ৫৮জন বিজেপি এবং ৫০জন তৃণমূল সমর্থক ছিলেন। তাদেরকে বাধ্য করা উচিত পলিগ্রাফ টেস্টিং পদ্ধতিতে নিজের বয়ান দিতে।[৭]

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের পতনের পর রাজ্যে নিয়োগ পদ্ধতিতে নানা দূর্নীতিতে ভরে গেছে। বামফ্রন্টের সময়ে যেভাবে প্রতি বছর স্কুলসার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল তাও তুলে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। ২০০৯ সালে বামফ্রন্টের সময়ে যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মালদা প্রভৃতি জেলাতে তা তৃণমূল সরকার ইনভ্যালিড বলে ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয় তৃণমূল সরকারের সামনে কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য মানুষ চাই না, বাধ্য লোক চাই। তাই অধ্যাপক হিসেবে থাকার নূন্যতম যোগ্যতার বালাই নেই। জীবনে কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা ছাড়াই কেবল মাত্র ‘ডিসট্যান্স এডুকেশনে’ ডিগ্রি পাওয়া শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাক্ষেত্রে ওই ধরনের পদ পেয়ে যাচ্ছেন। এম.এস.সি. দিয়ে চাকরি পাওয়া যুবক-যুবতীদের রাস্তায় অনশন করতে হয়। তাই বলা যেতে পারে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে ফেলার এটাই তো আদর্শ সময় এ রাজ্যে। যাইহোক আবেগের বশে কিছু অতিরিক্ত কথা বলা হয়ে গেল। যদিও এ কথাগুলো শুধু আমার না, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবক-যুবতীদের। তাই এ প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি কথা মনে পড়ছে, ‘দিদি আর তাঁর ভাইপো বাংলাকে নিজেদের জায়গির ভেবে নিয়েছেন। দিদি মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গ আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না। আপনার অহঙ্কারের উত্তর দেবে বাংলার মানুষ।’ তৃণমূল অবশ্য মোদীর ওই মন্তব্যকে বিজেপির পরাজয়ের ইঙ্গিত বলে মনে করেছে। তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এত দিন উনি কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে চাপ তৈরি করেছেন। এখন জনগণের প্রত্যাখ্যান বুঝে মমতা এবং অভিষেকের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ তীব্র করেছেন। এতে ওঁদের লাভ হবে না। উল্টে মমতারই সমর্থন বাড়বে।’ মথুরাপুরে মোদী বলেন যে তৃণমূলের গুণ্ডারা বাংলায় হিংসার পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে— ‘জম্মু ও কাশ্মীর দেশের সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসপ্রবণ অঞ্চল। জঙ্গি হামলা সেখানে নিত্য দিনের ঘটনা। কিন্তু সেখানেও গত পঞ্চায়েত ভোট এবং লোকসভা নির্বাচনে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। মানুষ শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছেন। অথচ বাংলায় প্রত্যেক দফাতেই হিংসার ঘটনা ঘটেছে। তার জন্য দায়ী আপনার অহঙ্কার আর আপনার কর্মীদের গুণ্ডাগিরি।’[৮]

বাংলার আরও অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা এখানে তুলে ধরা হল। কয়েকদিন আগে বীরভূমে বাউল গানের আসরে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলায় এক বিজেপি সমর্থককে তির মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তির বিদ্ধ অবস্থায় আক্রান্ত বিজেপি সমর্থককে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৯] অন্যদিকে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে রাহুল সিনহাকে ঘিরে বিক্ষোভ, গো ব্যাক স্লোগান বুথে। ডায়মণ্ড হারবারে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর, বিজেপির লোকজনই গাড়ি ভেঙেছে, বিস্ফোরক দাবি বিজেপি কর্মীদেরই, আবার ভোট শুরু হতেই (সপ্তম দফা) ভোটারদের শাসানোর অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় বাড়ি থেকে বের হলেন উত্তর গাজিপুরের বহু ভোটদাতা। ভোট সপ্তমীতে আর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ভাট পাড়া কেন্দ্রে। উপনির্বাচন চলাকালীন এলাকায় মদন মিত্র ঢোকার পরই উত্তপ্ত হয়ে পড়ে ভাটপাড়া। দফায় দফায় বোমাবাজি চলতে থাকে। বাড়ি থেকে ভোট দিতে বেরিয়েও ভোটাররা আবার ভোট না দিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। এলাকা ঘিরে ফিলেছে পুলিশ বাহিনী।[১০] আর একটি ঘটনা ঘটেছে কাঁকি নাড়াতে। মুখে লাল কাপড় বাঁধা, হাতে পিস্তল, এলোপাথাড়ি বোমাবাজি-গুলি চলে কাঁকি নাড়াতে। ট্রেনের যাত্রীরা দেখছিলেন, লাইনের পূর্বদিকের বস্তি এবং ঝাপুড়ি থেকে পিল পিল করে লাইনের ধারে জমায়েত করছে কয়েকশো যুবক। সবার মুখে লাল কাপড় বাঁধা। তাদের হাতে তলোয়ার, ভেজালি থেকে শুরু করে লাঠি, রড, ঢাকু। এটা দেখে শিউরে উঠেছিলেন যাত্রীরা। শুধু ধারলো অস্ত্র না, অনেকের হাতেই দেখা যাচ্ছে দেশি পিস্তল। বালতি বালতি বোমা নিয়ে দৌড়াচ্ছে ওই যুবকরা।

এলোপাথাড়ি বোমা মারছে। কখনও ট্রেন লক্ষ্য করে, আবার কখনও লাইনের ধারে। কোনও বাছ বিচার নেই। কানে আসছে গুলির শব্দও।[১১] ভাটপাড়ায় বিজেপি এখন অর্জুনের গ্রেপ্তারি নিয়ে দুশ্চিন্তায়। কাঁকিনাড়া ফুটছে রবিবার লেগে যাওয়া দাগ নিয়ে। ঘোষপাড়া রোডে তুলোর দোকান জ্বলছে। রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভ্যান রিকসা, বাইক, টিভি। দুপুরে খাওয়ার সময় ঘরের দরজায় বোমা পড়ার শব্দ রাতেও কানে বাজছে সুপ্রিয়া বিবির। গলির ভিতরে হঠাৎ হঠাৎ করে জটলা তৈরি হচ্ছে, আধাসেনা দেখলে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক ভোটে এত দুঃসহ স্মৃতি একদিনে যাওয়ার নয়। অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হিংসার সাক্ষী রইল কুলতলি ও গোসাবা। লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল জয়নগরের কুলতলি ও গোসাবায়। কুলতলির জ্বালা-বেড়িয়ার বুথে বিকেলের দিকে ওই বুথে ভোট দিতে আসা কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।[১২] অন্যদিকে বীরভূমের সদাইপুরতে জঙ্গলে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল চার যুবকের বিরুদ্ধে। সদাইপুর থানায় লিখিত অভিযোগে নির্যাতিতা জানান, মোটরবাইক থেকে তাঁদের নামিয়ে তাঁর স্বামীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে ওই চার যুবক। তারপরে তাঁকে পাশে টেনে নিয়ে প্রায় ঘণ্টা ধরে অত্যাচার চালানোর পর পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমাতে এক যুবকের বাড়িতে এক মহিলার মুণ্ডহীন দেহ পুলিশ উদ্ধার করে। তখন সকাল সাড়ে ৬টা। থানার কাজ শুরু হয়নি। কর্তব্যরত অফিসারের টেবিলের সামনে হাজির এক যুবক। পুলিশ কিছু জানতে চাওয়ার আগেই ব্যাগ থেকে এক মহিলার মুণ্ডু বার করে টেবিলে রাখে সে। বলে 'এটা আমার স্ত্রীর মুণ্ডু। আমি খুন করেছি। আমায় গ্রেফতার করুন।' রক্তাক্ত বঙ্গভূমির আরও কয়েকটি চিত্র নির্বাচনী হাওয়ার সময়ে। রবীন্দ্রসরণীতে একটি বুথের সামনে বোমাবাজি। বাইকে করে এসে বোমাবাজির অভিযোগ। আজও হয়েছেন এক ভোটার। আবার পানিহাটিতে তৃণমূলের বুথ ভাঙচুরের অভিযোগ। এলাকায় উত্তেজনা। যাদবপুরের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে হেলেন জিলার স্কুলে বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরার গাড়ি ভাঙচুর। ছাপ্পাভোট ধরে ফেলতেই এই হামলা বলে অভিযোগ। অশোক নগরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বামেদের ক্যাম্প ভাঙচুরের অভিযোগ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বেলগাছিয়া বুথে সিপিএম-দেরকে ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বামেদের। শুধু তাই নয় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএমের পোলিং এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেওয়ার ও অভিযোগ উঠেছে।[১৩] ফলতায় টিউশন পড়তে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। রবিবার সকালে গ্রামের একটি পুকুরের ধারে মেলে তার পোশাক। অন্য পুকুরের পাঁকের মধ্যে মেলে মুণ্ডু। আর একটি পুকুরের ধারের মাটি খুঁড়ে মেলে দেহ। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গ্রামেরই সিদ্দিকুল্লা খাঁ নামে এক যুবক ওই কান্ড করেছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর। তাকে মারধর করে গ্রামবাসী পুলিশের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুটিকয়েক জওয়ানকে নিয়ে রবিবার সকাল থেকে সেই কাজে নামতেই দফায় দফায় বিক্ষোভ, ইটের আঘাত ও বোমার মুখে পড়তে হল ভারতী ঘোষকে। ভারতী ঘোষের সঙ্গে থাকা সংবাদ মাধ্যমের প্রায় কুড়িটির বেশি গাড়ি ভাঙচুর হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে চার রাউণ্ড গুলি চালায় ভারতীয় সঙ্গে থাকা সি আই এস এফ। গুলিতে জখম হয়েছেন এক গ্রামবাসী। পরে সেখান থেকে পালিয়ে থানা সংলগ্ন মন্দিরে পুলিশি পাহারাতে বসেও রক্ষা পাননি ভারতী। প্রবল ইটবৃষ্টি থেকে বাঁচতে মন্দিরের প্রাচীর টপকে থানার ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেন তিনি। এই ঘটনায় ভারতীর দেহরক্ষীরাও রক্তাক্ত হয়েছেন। সেইসঙ্গে ভারতীর গাড়ি, সংবাদ মাধ্যমের পনেরোটির বেশি গাড়ি ভাঙচুর হয়। ভারতী ঘোষ বলেন, 'আমি নির্বাচন কমিশন-সহ সব সংস্থার ওপরই ভরসা হারিয়েছি। ভোট কেউই দিতে পারেননি তৃণমূলের গুণ্ডাবাজির জন্য। একমাত্র মানুষের ওপরই আমার ভরসা রয়েছে। দিনভর তৃণমূলের আক্রমণে, পুলিশি জুলুমে আমাকে নাজেহাল হতে হয়েছে। গুণ্ডাবাজিরা সরকার চলতে পারে না, মিলিয়ে নেবেন।' এদিকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, 'যে আগুন নিয়ে উনি খেলছিলেন সেই আগুনে নিজেই পুড়ছেন। মানুষ এসব বরদাস্ত করবে না। ওর বাহিনীও গুলি চালিয়ে মানুষকে জখম করেছে। আমরা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি'।[১৪]

অপরদিকে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের নানান সমীক্ষাতে সিপিএমের কোনও আসন জয়ের ইঙ্গিত নেই। অথচ একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে যে প্রচারে বেরিয়ে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে বাম প্রার্থীরাই। মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক সভায় তাদের উদ্দেশে বলছেন বিজেপিকে ভোট দিয়ে সাহায্য না করতে। যাদের 'জিরো' হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে, সেই বামেদের নিয়ে এত চিন্তার কারণ কী – সেই প্রশ্ন তুললেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেন, 'যারা জিরো হবে, তাদের প্রার্থীদের উপরে এ পর্যন্ত পাঁচ বার হামলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বারবার আক্রমণ করছেন। তার মানে তো বামেদের ভোট আছে এবং সেটা নিয়েই তৃণমূল, কোথাও বিজেপি চিন্তিত।' তিনি আরও বলেন, 'ভোটের সময়ে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে বাগযুদ্ধ চলছে ঠিকই। কিন্তু নীতির প্রশ্নে নানা বিষয়েই দু'দলের অবস্থান এক। দুর্নীতির ক্ষেত্রেও ফারাক নেই।'[১৫] ভোট সপ্তমীর ৪৮ ঘণ্টা আগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলল বিজেপি। ইলাম বাজার থেকে সাঁইথিয়া, সিউড়ি বিজেপি অফিসে হামলা, দলীয় কর্মীদের মারধর, জিনিষ ভাঙচুরের নালিশ জানালেন দলের কর্মী-সমর্থকেরা। তবে অভিযোগ উড়িয়ে পালটা বিজেপিকেই নিশানা করেছে তৃণমূল। দলের অভিযোগ, প্রচার পেতেই এমন কথা রটানো হচ্ছে। বিজেপির হামলায় তৃণমূলের কর্মী জখম হয়েছেন বলেও নালিশ তুলেছে শাসকদল। অন্যদিকে ডায়মণ্ড হারবারের সিপিএম প্রার্থী ফুয়াদ হালিমবে লাঠিপেটা করা হয় বলে অভিযোগ। মুখোমুখি এসে পড়েছিল তৃণমূল আর সিপিএমের মিছিল। গোলমালের আশঙ্কায় সিপিএম কে সরিয়ে দেয় পুলিশ। তা সত্ত্বে শাসকদলের কর্মীরা রে রে করে তেড়ে যায় সিপিএম সমর্থকদের মারধর করে বলে অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচনের হাওয়ায় যে আতঙ্কিত ও রক্তাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে অনেকে লেখালিখি করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্মল বসুর একটি লেখার কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরা হল— লেখাটির শিরোনাম ছিল, 'গুলি ফুঁড়েছিল গলা, ভোট দিতে ভয় গৌরীর।' গৌরী দেবী যেদিন বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ শুরু হয়ে গেছিল বোমা-গুলির লড়াই। আর তখন গুলি এসে লাগে বৃদ্ধার গলায়। ঘটনাটি ঘটেছিল বাদুড়িয়ার জগন্নাথপুর পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর গ্রামে গত পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে। গৌরী দেবীর গলায় গুলি লাগলে তাঁকে বসিরহাট জেলা হাসপাতাল থেকে পাঠান হয় আরজি করে। অস্ত্রোপচারের পরে গুলি বের হয়। কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে বাড়ি ফেরেন বৃদ্ধা। সে দিনের আতঙ্কটা এখনও তাড়া করে বেড়ায় তাঁকে তাঁর কথায়, 'মানুষ নিজের ভোট নিজে দেবেন এ নিয়ে এত অশান্তি কেন বুঝি না বাপু'[১৬]

আনন্দবাজার পত্রিকাতে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন দেবর্ষি দাস। তিনি বলেছেন, 'অকৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে। দশ বছরে নতুন কর্মসংস্থান হবে ২৫ কোটি। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে উন্নতি হবে। বিজেপির ২০১৪ সালের ইস্তাহার আর নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে থাকা প্রতিশ্রুতি ঠিক কী হল? ...' ১৪ আর ১৫ সালে পর পর অনাবৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচতে সরকারি নীতি যে দিকে চলার কথা ছিল তার উল্টো পথে এগিয়েছে। ২০১৪'র ভোটের আগে মোদী বলেছিলেন, ফসলের গম চাষের খরচের দেড় গুণ করা হবে। কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজ হয়নি। ২০১৪ সালে বিজেপির ইস্তাহার বলেছিল দশ বছরে ২৫ কোটি কর্মসংস্থান হবে। আশায় বুক বেঁধে যুবক-যুবতীরা ভোট দিয়েছিলেন। ২০১৮'র হিসেবে ৪৫ বছরে সর্ব্বোচ্চ বেকারির হার চলছে এখন। যাঁরা আশা-উদ্দীপনায় মোদীর ঝুলিতে ভোট ফেলেছিলেন সেই তরুণরাই বেকারির চোটে ধ্বস্ত।'[১৭] যাইহোক ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের হাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিকৃত ছবি ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য হাওড়ার বিজেপি যুব মোর্চার নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে গ্রেফতার করা হয়। শুধু তাই নয় একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, মুক্তি পেয়েই তাঁকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।[১৮] অন্যদিকে বিজেপির 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান কে এবার রাজনৈতিক ভাবে প্রতিরোধের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জয় সিয়া রাম, জয় রাম জি কী, রাম নাম সত্য হ্যায় ইত্যাদির মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক ভাবাবেগ জড়িয়ে। আমরা তো সম্মান করি। কিন্তু সেই ধর্মীয় এবং সামাজিক ভাবাবেগ কে বিজেপি সঙ্কীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছে। ...দেশের মানুষের কাছে আমার আহ্বান, ধর্ম নিরপেক্ষ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন।' তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই

নিজস্ব স্লোগান থাকে। তা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। তাঁরা যেমন 'বন্দে মাতরম' বলেন, বামপন্থীরা তেমন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলেন। এই সমস্ত স্লোগানকেই বাংলা সম্মান করে। কিন্তু বিজেপি ধর্মীয় এবং সামাজিক ভাবাবেগকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করছে।[১৯] অপরদিকে এনআরসি সমস্যায় বিধ্বস্ত আসামের বাঙালিরা। উল্লেখ্য, রাজ্যে প্রায় ১.২৫ লক্ষ লোককে বিদেশি ঘোষণা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগকেই একতরফা রায়ে বিদেশি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।[২০] সারা অসম বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের সাংবাদিক সম্মেলন অতিথি বক্তা রক্তিম স্বাসী খেদ বলেন যে বর্তমান বিজেপি সরকারের পরিকল্পনা দেখে মনে হয় যে হিন্দু বাঙালি মুক্ত অসম গড়াই মূল লক্ষ্য। একটি নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, নিরপেক্ষভাবে রাজ্যে বসবাসকারী সব জাতি-জনগোষ্ঠীর মানুষের নিরপত্তা নিশ্চিত করা। নির্বাচনের আগে নেতাদের নাগরিকত্ব নিয়ে আশ্বাসের বিপরীতে কাজ চলছে। ৬ জন হিন্দু বাঙালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হল। আলফার গুলিতে প্রাণ হারালেন ৫ জন হিন্দু বাঙালি। হত্যাকারীদের গ্রেফতার বা সাজা হওয়ার কোনও খবর নেই। হিন্দু সংহতির কথায়, বাঙালি হিন্দুরা রক্ত দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করল, বর্তমানে তাদের উত্তরসূরীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্পের নরক যন্ত্রণায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।[২২]

জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়ায় হিন্দী নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে। শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়। তাই কোনও রাজ্য তাদের স্কুলে কোন ভাষায় পড়াবে, তা ঠিক করার অধিকার কেন্দ্রের আদৌ আছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। বিজেপি বিরোধী অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য হল, দীর্ঘদিন ধরেই প্রণয়নের পক্ষে। সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম লক্ষ্য হল গোটা দেশের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে হিন্দীকে অভিন্ন ভাষা হিসেবে তুলে ধরা। দেশের প্রত্যেকটি পড়ুয়া যাতে হিন্দি শিখতে বাধ্য হয়, তার জন্যই কৌশলে ওই নীতি আনা হয়েছে বলে মত কর্ণাটকের যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীবৎসের। তাই এম কে স্ট্যালিনের মতে, 'আমাদের রক্তে হিন্দি নেই। তাই তামিনাডুতে হিন্দি চালু করার অর্থই হল, মৌচাকে ঢিল মারা।'[২৩] সত্যিই তো আমরা বহু ভাষার দেশ। এই জবরদস্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্পর্ক নষ্ট হবে। আমরা এটা সবাই জানি যে ১৯৬০ সালে অসমের বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের কথা। ১৯৬০ সালে বহুভাষী অসমে অসমিয়া ভাষাকে বিকল্পহীন একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ভাষা আইন গৃহীত করে রাজ্য বিধানসভা। স্বভাবতই এই ভাষা আইনে বাংলা, হিন্দি, খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো, নাগা, মণিপুরি, মিজো ভাষা-ভাষীদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশল করা হয়। বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষাভাষী বহুসংখ্যক মানুষ এর প্রতিবাদ করেন। শুরু হয় তীব্র গণআন্দোলন। এই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালায়। তাই শেষ পর্যন্ত অবশ্য সরকারকে মাথা নোয়াতে হয় এবং বরাক উপত্যকায় সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। যদিও আমাদের এই বর্তমান প্রজন্মের কাছে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে-র বাংলা ভাষা আন্দোলন এই ইতিহাসকে কিছু নয়। আমরা সেই সময় বা সেই বিশেষ দিনটিতে তো আর পৃথিবীর আলো দেখিনি। দেখিনি বাংলা ভাষা রক্ষার খাতিরে বরাকবাসী আপামর জনসাধারণের উন্মাদনার দিনগুলি, দেখিনি উনিশের রক্তাক্ত দুপুর, এগারোটি তাজা প্রাণের আত্মবলিদান। 'জান দেব তবু জবান দেব না'— এই স্লোগানে মুখরিত শিলচর রেলস্টেশন।[২৪] তাই শিলচর রেল স্টেশনের নাম পালটে ভাষা শহিদ স্টেশন শিলচর করার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নামের লিপি বানান সহ ইংরেজি, হিন্দি ও স্থানীয় বাংলা ভাষায় লিখে পাঠাতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তাই 'আ-মরি বাংলাভাষা'র গর্বিত বাঙালিদের জায়গাতে বাংলা ভাষাতে তুলে অন্য কোন ভাষা আনতে গেলে এসব কথা সেই সঙ্গে ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাসটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং মনে করিয়ে দিতে হবে শাসক দলকে।

হাইলাকান্দির একটি মসজিদের নামাজ পড়ার মুহূর্তে বেশ মুন্সিয়ানায় সেই কাজটি করেছে দুষ্কৃতিরা। আর তাতেই দাবানল সৃষ্টি হয়েছে অসমের এই হাইলাকান্দি জেলাতে। পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গুলিবিদ্ধ বা ঢিল পাটকেলের ঘায়ে হাসপাতালে শস্যাশায়ী আরও বেশ কয়েকজন। শুক্রবারে এই ঘটনার পর পুরো

হাইলাকান্দিতে কার্ফু জারি হয়েছে। তাই মানুষের স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাটবাজার, স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় শুক্রবার রাত থেকে পুরো বরাক উপত্যকাতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। হাইলাকান্দি শহরের মাটিজুরি থেকে বাটা পয়েন্ট কিংবা নারায়ণপুর থেকে নিশ্চিন্তপুর সব জায়গাতেই দোকানপাট বন্ধ এবং আতঙ্কিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে অসম পুলিশ এবং আধাসেনাদের টহলদারি। আমরা জানি যে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় প্রাচীন মসজিদটি নিয়ে স্থানীয় যে হিন্দুদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সিট কেটে নেওয়ার ঘটনায় মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যান হিন্দুরা। আর এর জবাব দিতে তারা নামাজকের আশ্রয় নেয়। আর যে কারণে দুষ্কৃতি বনাম দুষ্কৃতীর লড়াইটা হিন্দু বনাম মুসলিম লড়াইতে পরিণত হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে নিহতের পরিবারবর্গকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন। আর যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাইলাকান্দির ঘটনার আঁচ কোনও ভাবেই পড়তে দেওয়া যাবে না বরাকের অন্য জেলাগুলোতে। তাই সরকার এ বিষয়ে যেন কড়া মনোভাব দেখাতে শুরু করে। এ কথাই বরাকের ইসলামি পণ্ডিতেরা জোর গলায় ঘোষণা করেন।[২৫] আবার বরাকের ব্যবসায়ীরাও র‍্যালি করে শান্তির বার্তা ঘোষণা করেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জেলাশাসক কীর্তি জলি ও পুলিশ সুপার মহিনাশ মিশ্র এই সম্প্রীতির পদযাত্রায় পা মেলান। এই র‍্যালি চলাকালীন সবাই বিভেদ নয়, শান্তি চাই, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, হিংসা না শান্তি চাই - এসব সংহতির বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেন।[২৬]

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের মরশুমে যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর এসেছে। তবে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যে কলকাতা সারা ভারতকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছিল, যে বাঙালিরা ট্যালেন্টেড জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে নাম লিখেছিল তাদের সেই সোনার বাংলা এখন নেতা-নেত্রীদের বিকৃত মানসিকতাতে হয়েছে রক্তাক্ত বাংলা। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বেকার সমস্যা এখন পশ্চিমবঙ্গে বিশাল আকার ধারণ করেছে। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঁচ পড়েছে বাংলার তৃতীয় ভূবন বরাক উপত্যকাতেও। রাজনীতি একটা দেশ তথা রাজ্যকে তথা শিক্ষিত সমাজকে কতটা নীচে নামাতে পারে তার উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ। শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে যে কলকাতা ভারতের পীঠস্থান - সেই কলকাতাকে আজ ১০ বছর আগের বিহারের সঙ্গেও তুলনা করা হচ্ছে, তুলনা করা হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গেও-এর থেকে বেশি অপমান বাঙালির আর কী হতে পারে? এমনকি ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এ রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির কথাও এসেছে, স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করা হয়েছে—এমনটাও শুনতে হলো রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজীর জন্মভূমিকে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে হিংসা চরম আকার নিচ্ছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমরা পারলাম না বাঙালির ঐতিহ্য, গর্ব, অহঙ্কার, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে। রাজনীতি আমাদেরকে চুপ থাকতে বাধ্য করাল। আজকের বাঙালি বর্তমান রাজনীতির এক পাশাখেলার শিকার।

তথ্যসূত্র:

১। কলকাতা ২৪ x ৭, ১৫ই মে, ২০১৯
২। News 18 বাংলা, ১৫ই মে, ২০১৯, ৬:০৪
৩। আজ বিকেল, ১৫ই মে, ২০১৯
৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শুক্রবার, ১৭মে ২০১৯
৫। গণশক্তি, কলকাতা, ১৫ই মে, ২০১৯
৬। বর্তমান, শিলিগুড়ি, ২১ মে, ২০১৯
৭। যুগশঙ্খ, শিলচর, রবিবার, ১৯মে, ২০১৯

৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৭মে, ২০১৯
৯। যুগশঙ্খ, শিলচর, রবিবার, ১৯ মে, ২০১৯
১০। Zee ২৪ ঘণ্টা, ১৯ মে, ২০১৯
১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২১ মে, ২০১৯
১২। এই সময়, কলকাতা, ২০মে, ২০১৯
১৩। Zee ২৪ ঘণ্টা, ১৯ মে, ২০১৯
১৪। যুগশঙ্খ, শিলচর, সোমবার, ১৩মে, ২০১৯
১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, রবিবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৯
১৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, রবিবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৯
১৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, বুধবার, ১৫ মে ২০১৯
১৮। পূর্বোক্ত
১৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ৩ জুন ২০১৯
২০। যুগশঙ্খ, শিলচর, রবিবার, ১৯ মে, ২০১৯
২১। যুগশঙ্খ, শিলচর, সোমবার, ১২ মে, ২০১৯
২২। যুগশঙ্খ, পূর্বোক্ত, ১৯ মে ২০১৯
২৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ৩ জুন ২০১৯
২৪। যুগশঙ্খ, শিলচর, রবিবার, ১৯ মে, ২০১৯
২৫। যুগশঙ্খ, শিলচর, রবিবার, ১২ মে, ২০১৯
২৬। যুগশঙ্খ, শিলচর, রবিবার, ১৯ মে, ২০১৯